কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১৯ নভেম্বর, ২০১৮ ২৩:০২

পিইসিতেও ভুয়া পরীক্ষার্থী

জড়িত শিক্ষকদের শাস্তির আওতায় আনুন

পিইসিতেও ভুয়া পরীক্ষার্থী

পঞ্চম শ্রেণিতে যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, সেখানেও ভুয়া পরীক্ষার্থী পাওয়া গেছে ১৯ জন। পঞ্চম শ্রেণির কোনো ছাত্রের পক্ষে কি তার বদলে আরেকজনকে পরীক্ষায় বসানো সম্ভব? কখনোই না। শিক্ষা ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্টদের মতে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এবং কেন্দ্রের শিক্ষকদের যোগসাজশ ছাড়া কোনো মতেই ভুয়া পরীক্ষার্থীদের হলে ঢোকা সম্ভব নয়। নৈতিকতার মান কোন পর্যায়ে নেমে গেলে শিক্ষক পরিচয়ধারী কোনো ব্যক্তি এমন কাজ করতে পারেন? অভিভাবকরাও নিশ্চয়ই বিষয়টি জানতেন। ভাবতে অবাক লাগে জীবনের শুরুতেই একটি শিশুকে এমন অপরাধে তাঁরা শামিল করেন কিভাবে?

ভুয়া পরীক্ষার্থীর এই ঘটনা কোনো একটি স্থানের নয়। প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, লালমনিরহাটের হাতিবান্ধায় পাঁচজন, মাদারীপুর সদর উপজেলায় পাঁচজন এবং শ্রীমঙ্গলে আটজনসহ মোট ১৯ জন ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়েছে। ভুয়া পরীক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত ওপরের ক্লাসের শিক্ষার্থী। তারাও শিশু। তাই আটক করেও তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেসব শিক্ষক এমন অপকর্মে জড়িত তাঁদের কেন শাস্তির আওতায় আনা হবে না? জানা যায়, যেসব ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়েছে তার একটি বড় অংশ ইবতেদায়ি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের, যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কিন্তু এ কেমন ধর্মীয় শিক্ষা? আর এই ১৯ জন তো ধরা পড়েছে পরীক্ষার প্রথম দিন। কে জানে বাকি দিনগুলোতে এ রকম আর কত ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়বে? শিশুদের নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া, চরিত্র গঠন এবং আদর্শবান সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা প্রাথমিক শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য। কারণ এই গুণগুলো অর্জনের এটাই মোক্ষম সময়। আর এ কাজটি যাঁরা করবেন তাঁদেরও সুশিক্ষায় শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও আদর্শবান হতে হবে। শিশুরা তাঁদের দেখেও অনেক কিছু শিখবে। কিন্তু এঁরা কারা, যাঁরা শিশুদের চৌর্যবৃত্তি শেখাচ্ছেন? এঁদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আর যে অভিভাবকরা জেনেশুনে শিশুদের এমন চৌর্যবৃত্তিতে শামিল করছেন, তাঁদেরও ধিক্কার জানাই।

শিক্ষার মান নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, কিন্তু পরিবর্তন বিশেষ হচ্ছে বলে মনে হয় না। শিক্ষাজীবনের ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না বলেই পরীক্ষার সময় নানা ধরনের অপকর্মের আশ্রয় নিতে হয়। আর ভিত্তি দুর্বল হলে পরবর্তী সময়ে শিক্ষাও স্বাভাবিক গতিতে এগোতে পারে না। শুধু ভুয়া পরীক্ষার্থীই নয়, প্রথম দিনে এক লাখ ৬০ হাজার ১৬৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলেই আসেনি। তার অর্থ তাদের প্রস্তুতি যথেষ্ট ছিল না। আমরা মনে করি, প্রাথমিক শিক্ষাকে তার সঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। আর যেসব শিক্ষক এ ধরনের অপকর্মে যুক্ত হন, তাঁদের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে দূরে রাখতে হবে।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com